ডিসেম্বরে দুবাইয়ে হবে

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সম্মেলন

এম. তৌসিফ

WCIT 2012
Dubai, UAE
3-14 DECEMBER

World Conference on International Telecommunications

আগামী ডিসেম্বরে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস (ডব্লিউসিআইটি ২০১২)। এ সম্মেলনের বর্ণিত লক্ষ্য হচ্ছে, ১৯৮৮ সালের পর এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনস (আইটিআর) পর্যালোচনা করা।

উল্লেখ্য, আইটিইউ হচ্ছে জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এ সংস্থা সাধারণত স্প্যাকট্রাম ব্যবস্থাপনা প্রমিতকরণের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৯২ সালের পর থেকে এ কর্মকাণ্ডের মূল খাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (আইটিইউ-টি), রেডিও কমিউনিকেশন (আইটিইউ-আর) এবং টেলিকমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট (আইটিইউ-ডি)। অধিকন্তু এর সংবিধানের মৌলিক প্রবিধানে বিশেষত আলোকপাত করা হয়েছে আইটিইউর কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের ওপর।

তা সত্ত্বেও নতুন নতুন প্রযুক্তির ও যোগাযোগের উপায় উদ্ভাবনের সাথে সাথে আইটিইউ এর মনোযোগের ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে। এখন আইটিইউ নিজেকে উপস্থাপন করছে আইসিটির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে। আইটিইউ এবং আইটিআরের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছিল ডিজিটাল-পূর্ব যুগে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আইসিটি বা ইন্টারনেট আইটিআরের আওতায় পড়ে কি না? এবং নতুন এই ইকোসিস্টেমে আইটিইউ ও সরকারগুলোর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? এ কারণে সুশীল সমাজে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আইটিইউ পর্যালোচনা প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হতে পারে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার মডেল আমূল পাল্টে দেয়ার কাজে, যা এখন পর্যন্ত ছিল ইন্টারনেট গভর্ন্যান্সে একটি হলমার্ক। এবং এর একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে ওপেন ইন্টারনেট, ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন ও অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশনের ওপর।

আইটিআরের আর্টিকেল ১৯-এর পর্যালোচনা নিয়ে মূলত এই উদ্বেগটা কাজ করতে পারে। একই সাথে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখের বিষয় হলো, এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটর ও ইনফরমেশন সার্ভিস প্রোভাইডারদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ইন্টারকানেকটেড ইকোনমিকসের ওপর। এসব বিষয়ই হবে এ সম্মেলনের আলোচনা-পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে আইটিইউর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র। সম্মেলনে এসব দেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নতুন আইসিটি পরিবেশের সাথে আইটিআর-কে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আইটিআর গৃহীত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে, ১৯৮৮ সালে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে এর উদ্দেশ্য ও আওতা। ভবিষ্যৎ আইটিআরের খসড়ামতে প্রস্তাবিত প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই, শুধু ভাষা ও শব্দগত পরিবর্তন ছাড়া। সম্ভাবনা রয়েছে, 'আইসিটি' অথবা 'ইন্টারনেট' শব্দযুগল এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশ্বব্যাপী মানুষ চায় ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসার ঘটুক এবং অনলাইনে মানবাধিকার চর্চা প্রতিষ্ঠা পাক। নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক। এ ব্যাপারে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সচেতন ও সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, ইন্টারনেট ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ চুক্তির আওতাকে যেনো আর সম্প্রসারিত করা না হয়। তা না করে যদি বিপরীত ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলে তা ইন্টারনেট ব্যবহার ও সেবা সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং সাধারণ নাগরিকদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ এ দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেছে যে, যেকোনো সরকারের দায়িত্ব হলো ইন্টারনেটসংশ্লিষ্ট যেকোনো নীতিমালা তৈরির সময়ে মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা। অতএব আশাবাদী হওয়ার অবকাশ রয়েছে, আইটিইউর মতো অগাধ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি সংস্থা এমন কোনো টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করবে না, যা ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় মানবাধিকার অনুশীলনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।

এটি স্পষ্ট আইটিইউ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা সরকারের সাথে সতর্ক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, যাতে শুধু সরকারের অংশগ্রহণই নিশ্চিত হয়। বলা যেতে পারে, ফলে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ বিকশিত হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রণ বাধামুক্ত সুশাসনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী, কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠী এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিত্বসহ সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত এ বিশ্ব সম্মেলনে যদি খোলামেলা আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে এমন একটি গতিশীল নীতিমালা গৃহীত হয়– যাতে ওপেন ইন্টারনেট, ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এবং অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন নিশ্চিত হয়, শুধু তখনই টেলিযোগাযোগ ব্যবহারকারীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় অবদান রাখবে। তাই বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা, আসন্ন সম্মেলনে এমন কোনো প্রস্তাবনা আইটিআরে সংযোজিত না হয়, যা ব্যবহারকারীদের মানবাধিকার চর্চাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে।

'আইসিটি', 'ইন্টারনেট' অথবা 'আইপি প্রটোকল' ইত্যাদি পদবাচ্য আইটিআরে অন্তর্ভুক্ত পরিহার করতে হবে। আমরা মনে করি, টিআইআরের প্রথম অনুচ্ছেদের ভাষা 'নন-প্রেসক্রিপটিভ' থাকা উচিত। 'ডাটা প্রসেসিং', ডাটা ট্রান্সমিশন', 'ইন্টারনেট ট্রাফিক', 'ইন্টারনেট প্রটোকল', 'আইটি কানেকশন' অথবা এতদসংশ্লিষ্ট শব্দাবলি আইটিআরের এড়িয়ে চলতে হবে। আইটিআরের বর্তমান স্থিতাবস্থা জোর রাখতে হবে।

ইন্টারনেট ও আইসিটি যদি আইটিআরের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের কর্তৃত্বের আওতায় পড়ে, তবে তা ইন্টারনেট ফাংশনিং ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। এ প্রস্তাবটি দেয়া হয়েছে ইউরোপিয়ান টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অপারেশনস অ্যাসোসিয়েশনের (ETNO) পক্ষ থেকে। আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাব গৃহীত হলে 'নেট নিউট্রালিটি প্রিন্সিপল' ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত হবে। এ কারণে ETNO প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

আইটিইউ-কে এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আরো উন্মুক্ত করতে হবে এবং বিনামূল্যে এর রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলপত্র আইটিইউ-কে সরবরাহ করতে হবে।

সর্বোপরি, সম্মেলনে যেসব প্রস্তাবনা উত্থাপিত হবে সেগুলো বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের আলোকে বর্ণিত মানবাধিকার, ইন্টারনেটে সহজে প্রবেশাধিকার, উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার ইত্যাদির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কি না, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। আমাদেরকে সেসব প্রস্তাবনা জোরালোভাবে বিরোধিতা করতে হবে, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অধিকার ও পরিধি খর্ব করে।